17

তারিখ ...05 NOV 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮.....

দৈনিক বাংলা

বিদেশে মেধা পাচার

মুজতবা খন্দকার

মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আজ আর দেশে নয়, বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। বলতে গেলে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বিদেশে পাড়ি দেবার। এসএসসি কোন কোন ক্ষেত্রে এইচএসসি পাস করছে দেশে, পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রম বিদেশে। সুযোগ পেলেই মেধাবী নয় সাধারণ ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত বিদেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে বাংলাদেশের প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এছাড়াও আমেরিকা, জাপান, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের অসংখ্য মেধাবী তরুণ।

সম্প্রতি আমেরিকান ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে ডিভি-১-এর ফলাফলে বাংলাদেশ থেকে যাদের বাছাই করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই দেশের মেধাবী ছাত্র। বিদেশে যাওয়া না যাওয়া বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে দেশ থেকে মেধা পাচার হচ্ছে।

কিন্তু পড়াশুনা এক কথায় উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যায় তাদের সবাই কি দেশে ফিরে আসে? আসেনা বরং পারিবারিকভাবে অনেক সময় থাকার জন্য উৎসাহ যোগান নয়। এই দেশে ফিরে কোন লাভ নেই। বাংলাদেশ মানেই যেন তাদের কাছে হতাশা, হাহাকার আর দুঃখের দেশ।

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কেউ যদি একবার বিদেশে যেতে পারে ফিরবে না, ফেরার সময় 'একটু ঘরে আসি" তারপর হাওয়া।

বিদেশে যারা যায় তারা সবাইকি সফল হয়? হয় না। আমরা প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দুদর্শার করুণ চিত্র। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের বড়ই ফারাক, তারপর মানিয়ে নিতে হয়। ফেরার কোন পথ নেই। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্য আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা বিদেশী দূতাবাসে গিয়ে বিদেশী তরুণ-তরুণীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। মনে পোষে একটাই স্বপ্ন-যদি বিদেশী কলম বন্ধুটি একবার তার প্রতি সদয় হয়ে গ্রীন কার্ডটা পাঠিয়ে দেয়।

অনেক এজেন্সি আছে যারা বিজ্ঞাপন দেয় বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে চাইলে কি কি সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। বিজ্ঞাপন দেখেই ইচ্ছে করে চলে যাই। বাবার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই লোভনীয় ফাঁদে পা বাড়িয়ে দেশের বাইরে গিয়ে স্বপ্ন ভাঙ্গ হয়, দেখা যায় বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশা এসে ভর করে বুকে মুখে, সর্বাঙ্গে। এক সময় হাসপাতাল। তারপর বিদেশের কারাগারে অন্তহীন কারাবাস।

আফ্রিকার একটি দেশ থেকে বাংলাদেশী এক তরুণ মাসুদ বাংলাদেশী একটি পত্রিকায় তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তার কথার সার মর্ম হলো, চটকাদারই বিজ্ঞাপন দেখে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে না যোগাযোগ করে চলে এসেছিলাম। এখন সম্মুখে অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার দেখছি। শুধু মাসুদ নয় হাজারো মাসুদ বিদেশে গিয়ে একই বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

পড়াশুনার মান ও বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণেও শিক্ষাব্যয়ের পার্থক্য বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক বছরে টিউশনী ফি ৯শ থেকে ১৫শ ইউএস ডলার ঢাকাস্থ ইউসিস Educational Advising office ছাত্রছাত্রীদের বেশ সহযোগিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনার ব্যাপারে স্পন্সরশীপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পন্সরদাতাকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে তিনি ছাত্রটির শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করবেন। যারা দেশ থেকে বিদেশে গিয়ে বিপাকে পড়েন তাদের উচিত সেই দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে দ্রুত যোগাযোগ করা। আর যারা বিদেশে যেতে আগ্রহী, তাদের উচিত দালাল ও চটকদার বিজ্ঞাপন না দেখে বিদেশী দূতাবাসগুলোতে গিয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়মাবলী জানা।

দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কেন বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে? আমাদের শিক্ষার মান কি এতই খারাপ? ছাত্রছাত্রীদের অভিমত অবশ্য ভিন্ন। তারা বলেছেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে অব্যাহত অস্থিরতা, বিশ্ববিদ্যালয়-

(১১-এর পৃষ্ঠার দ্রঃ)

বিদেশে মেধা

(৯-এর পৃঃ পর)

গুলোতে সন্ত্রাস, সেশন জটসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদেশমুখী প্রবণতাকে দিনের পর দিন উৎসাহিত করেছে।

সেনার হরিণ লাভের আশায় বিদেশে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু সোনার হরিণ মিলে খুব কম, তাই বিদেশে নয়- দেশের মেধা দেশের কাজে ব্যয় করা উচিত আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের। তাহলে-দেশের উন্নতি। দশের উন্নতি।